Released 20-9-1946

"মৃত্যু যখন হবেই হবে, ভয় কি তবে ?
চল্ এগিয়ে চল্ ....."

বন্দে মাতরম্

B. T. AGENCY.

রূপ সাধনা

নারীর অন্তরের মাধুর্য্যময় রূপের সহজ উপলব্ধির মধ্যেই থাকে রূপ সাধনার ইঙ্গিত।

তাই প্রত্যেক নারী তার রূপের প্রকাশ করেন তার কেশ পরিচর্য্যার বিভিন্ন কলার ভিতর দিয়ে।

জেম ক্যেমিক্যালের শ্রীকল্যান ও ভৃঙ্গসার কেশ পরিচর্য্যার প্রকৃষ্ট অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেকের কাছেই বিশেষ সমাদৃত।

শ্রীকল্যাণ

আয়ুর্ব্বেদীয় মহাসুগন্ধি কেশতৈল

জেম কেমিক্যাল
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র চৌধুরীর নিবেদন

চলন্তিকা চিত্র-প্রতিষ্ঠানের

প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি

বন্দে মাতরম্

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ... সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত-পরিচালক ... সুকৃতি সেন

সহকারীগণঃ

প্রধান-কর্ম্মসচিব	— নরেশ চন্দ্র চৌধুরী	ব্যবস্থাপনায়	— নিতাই সরকার
ব্যবস্থাপক	— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	শিল্প-নির্দ্দেশ	— অনিল পাইন
চিত্র-শিল্পী	— ধীরেন দে		শিব সেন
প্রধান-শব্দযন্ত্রী	— জগদীশ বসু	চিত্র-শিল্পে	— মণ্টু পাল
শব্দ-যন্ত্রী	— অবনী ব্যানার্জ্জী		নরেশ নাথ
শিল্প-নির্দ্দেশক	— শুভ মুখোপাধ্যায়		সুধীর মিত্র
রসায়নাগারিক	— ধীরেন দে (কেবি)	রসায়নাগারে	— চণ্ডী শীল
সম্পাদক	— রবীন দাস		সুধীর ঘোষাল
স্থির-চিত্রশিল্পী	— গুনীন সেন	শব্দযন্ত্রে	— ইন্দু অধিকারী
রূপায়নে	— রামু	সম্পাদনে	— অসিত মুখোঃ
			নানা বোস
		পরিচালনায়	অশোক চট্টোঃ
			রবীন্দ্র নাথ ঘোষ

— গীতকার —

ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র, কবি অতুল প্রসাদ

এবং

মোহিনী চৌধুরী, মণি মজুমদার

সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত] [এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ

ভূমিকায়ঃ মলিনা দেবী, প্রভা, রাজলক্ষ্মী, শকুন্তলা, মনোরমা, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, অমর চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জীবেন মুখোঃ, সুষমা, আশু বোস, বেচু সিংহ, বিজন মুখোপাধ্যায়, বাদল চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টঃ, ন্যাংটেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত, মাষ্টার শম্ভু, চক্রপানি, সত্যেন, গঙ্গা, নিতাই, প্রমোদ, নবদ্বীপ নৃপতি, অহী সান্যাল প্রভৃতি।

পরিবেশকঃ সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দে মাতরম্

মানুষের ভীড় আর কোলাহলে ভারাক্রান্ত এই ক'লকাতা শহর থেকে একটু দূরে ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম "আনন্দ-মঠ।" মঠের সন্নিকটে তরুলতার গৃহে আজ উৎসবের আয়োজন———ব্রহ্মানন্দের তরুণ কবি-বন্ধু নবেন্দু নারায়ণের সম্বর্দ্ধনা সভা!

উৎসবের আড়ালে কবির সঙ্গে হঠাৎ দেখা তরুলতার, কবির সহপাঠী। নবেন্দু নারায়নের মা তরুলতাকে দেখে পুত্রবধূ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু তরুলতা জমীদার কন্যা, আর নবেন্দু দরিদ্র———তাই একদিন হরিলক্ষ্মীকে বিবাহের প্রস্তাব ক'রতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরতে হ'ল। মায়ের সম্মান রক্ষায় কবি তরুলতার বন্ধুত্ব বিসর্জ্জন দিলেন।

ভাগ্যের চাকা কিন্তু ঘুরলো নবেন্দু নারায়ণেরই দিকে। মাতুলের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে সে চলে গেল কম্বুলীটোলায়। সেখানে মায়ের পেড়াপীড়িতে তাকে বিয়ে ক'রতে হল। তারপর সে নিজের স্বপ্ন আর আদর্শকে রূপ দেওয়ার জন্যে সেখানে তৈরী ক'রলে এক "মহাজাতী-সদন।"

এদিকে ক'লকাতায় আর একজন, তরুলতা নিজের যৌবনের সকল সুখ-সম্ভোগ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়ে পিতার মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করে চলে এলো "আনন্দ-মঠে"। তরুলতা নাম তার ঘুচে গেল। সন্তানের দল তাঁর নাম দিলে "মা আনন্দময়ী।"

কবি যখন তার আনন্দকে রূপ দিচ্ছিল তখন তার মার ঘাড়ে এসে চাপলো কুটিল স্বার্থ সর্ব্বস্ব চরণ গোঁসাই। মায়ের আর পুত্রের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলতে লাগলো সে।

'মহাজাতী-সদনের' প্রতিষ্ঠা দিবসে ক'লকাতার "আনন্দ-মঠ" থেকে গেলো সবাই, তরুলতাও। কিন্তু কবির মা তরুলতাকে দেখে তার ওপরে মনের সমস্ত বিষ উগ্‌রে দিলেন। কবি শুনলে সব—তারপর নিস্তব্ধে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু মাকে ভুলতে পারলে না মাতৃভক্ত কবি। মায়ের ক্ষমা পাবার জন্যে সে জলস্পর্শ না করে প্রায়োপবেশন ক'রতে লাগল। মায়ের চোখের অশ্রুও আর বাধা মানলো না। কিন্তু তরুলতা ছাড়া কে ফেরাতে পারে কবিকে?

তরুলতাকে নিয়েই ছেলের পাশে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

নবেন্দু তার মাকে ফিরে পেলো, কিন্তু তার দিন তখন ফুরিয়ে এসেছে—সে আর জীবন ফিরে পেলো না।

মৃত্যুশয্যায় তার শেষ ইচ্ছে সে জানালে, "মহাজাতী-সদনেই আমার সমাধি দিও, আর আমার মৃত্যুতে যেন কেউ চোখের জল না ফেলে—মায়ের এমনি হাসিখুসী মুখ দেখেই আমায় মরতে দিও।"

পৃথিবীর কবি হাসিমুখে বিদায় নিলেন। মর্ত্ত থেকে বিদায়! হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো কবির সম্বর্ধনা গীতি, "মৃত্যু যখন হবেই হবে, ভয় কি তবে? চল্ এগিয়ে চল্·····বন্দেমাতরম্।"

(সঙ্গীত)

(১)

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
ত্রিংশকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিত্রিংশকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মাএত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥
বন্দে মাতরম্।"

(ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র)

(২)

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন:
ঐফুলেরই মধুর রসে
বাঁধ্‌ল সুরে মধুর বাসা!
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আন্‌ল মালা জগত জিনে!
তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগত করে যাওয়া-আসা।

(কবি—অতুল প্রসাদ সেন)

(৩)

আর নিশি নাই গো আর নিশি নাই,
জাগো জাগো জাগো জাগো কিশোর কানাই।
নিশি হ'লো ভোর রাধে, ঘুমায়োনা আর
ডাকে শুক, ডাকে সারী, ডাকে বার বার।
শুনিতে পাওল যেই সারী শুক ধ্বনি
চকিতে উঠিয়া বসে রাধা বিনোদিনী
কানু কর ধরি কহে, সুন্দরী রাই
আর নিশি নাই গো আর নিশি নাই।

(শ্রীমণি মজুমদার)

(৪)

খোকন আমার দিল্লী যাবে
টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে,
সাজবে সেপাই খাদির টুপি,
ইজের জামা পরে॥
দুষ্টু সোনা মিষ্টি সোনা
দিল্লী যাবে আর কেঁদোনা
খোকন দেখে পালিয়ে যাবে
জুজুরা সব ক্র—উ—ৎ করে॥

(মণি মজুমদার)

(৫)

সুপ্রভাতের প্রথম মন্ত্র জন্মভূমির নাম!
ভারত—মাতার 'সন্তান' মোরা জানাই তাঁরে প্রণাম
—'বন্দে মাতরম্'॥

এক জাতি মোরা, মোরা একপ্রাণ,
মানুষেরি মাঝে দেখি ভগবান,
সুজলা সুফলা স্বদেশ মোদের ধুলার স্বর্গধাম।
জানাই তাঁরে প্রণাম—'বন্দে মাতরম্॥
ভাঙ্গি বন্ধন বাধা পর্ব্বত
আমরা গড়িব মুক্তির পথ,
জীবন—গঙ্গা আনিব আমরা
ভবিষ্যতের যুগ ভগীরথ;
চির-বেদনার সাধনার হবে সার্থক পরিণাম।
—'বন্দে মাতরম্'॥

(শ্রীমোহিনী চৌধুরী)

(৬)

(তোর) চোখের আগুন মুখের বিষে করলি যে একশেষ
পা দিলি যে মাটীতে সে, কবিরাজার দেশ,
সন্ধ্যা রাতের স্বপনপুরী মন ভোলানো বেশ।
সাবধানে যা তরী বেয়ে, কি জানি কি হয়!
কোন্ ঝিয়ারীর কলসীতে আজ কোন্ সে কথা কয়!
নদীর ঘাটে চাঁদের হাটে শ্যামলা কুলবধূ,
রূপসী বোন, তন্বী তনু বুক ভরা তার মধু।
আমি চন্দ্রা নিতম্বিনী,
আমি মন্দা কুন্তলিনী,
আমি সন্ধ্যা কালোবরণী কবির দেশের মেয়ে,
সমঝে চলিস ও ভাই পথিক ওরে অবুঝ নেয়ে।
সাবধানে যা পথিক যখন পেলি পরিচয়
কবির চোখে দেখিস্ ও—ভাই, দুষ্টু চোখে নয়।

ভাব মলেও য'বে না তোর সবাই যেরে বলে,
র যদি ভাই কবির রাঙা চরণ ধোয়া জলে।
মন ক'রে চাস্নে, ওদের মনভরা যে মৌ
ানিস নাকি ওরে অবুঝ, কাদের কুলের বৌ ?
(সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপ'ধ্যায়)

(৭)

ত্যু যখন হবেই হবে
ভয় কী তবে ? ভয় কী তবে ?
—চল্ এগিয়ে চল্ !
বদেশ তোদের ডাক দিয়েছে
ভাঙ্ রে ভাঙ্ শিকল ॥ জয় হিন্দ্—জয় হিন্দ্ ॥
মুক্তি-পথের 'পাগলা ঝোরা,'
ভাঙ্‌বি তো'রা—গড়বি তোরা ;
ছুটবি যখন—গগন ভুবন
করবেরে টলমল্ ॥ জয় হিন্দ্—জয় হিন্দ্ ॥
অত্যাচারীর বক্ষ কাঁপে
আপন মনের গোপন পাপে ;
ব্যর্থ কী হয় বীরের রক্ত,
মায়ের অশ্রুজল ? জয় হিন্দ্—জয় হিন্দ্ ॥
উর্দ্ধ গগণ রক্ত রাঙা,
আয় ছুটে আয় বাঁধন ভাঙা ;
,জয়-জয়-জয়, হিন্দের জয় !'
এক সাথে আজ বল্ ॥ বন্দে মাতরম্ ॥
(শ্রীমোহিনী চৌধুরী)

(৮)

শুকালো এ তরু—শুকালো কুসুম-শাখী।
প্রাণের ব্যথায় লুকালো কোথায়
আমার গানের পাখী ?
বাহিরে সে নাই-নাই
হৃদয়ে নিয়াছে ঠাঁই ;
তবু যে কাঁদন মানেনা বাঁধন,
কাঁদে হিয়া—কাঁদে আঁখি ॥
যে কাজ তোমার বাকী ॥
(শ্রীমোহিনী চৌধুরী)

জনপ্রিয় কথাশিল্পী ও চিত্র-পরিচালক
সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত
বন্দে মাতরম্
উপন্যাস আকারে বাহির হইল।
মূল্য—৩॥০ টাকা
প্রকাশকঃ সেন ব্রাদার্স, ১৫ কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
এই লেখকের আরও কয়েক খানি বই
এই দেশেরই মেয়ে * কল্যানী * স্বাউণ্ড্রেল
সাইক্লোন * গন্ধ মাতাল

খ্যাতনামা অনুবাদক
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষের কয়েকখানি বই
কুয়োভেডিস * লৌহ মুখোস
টাওয়ার অব লণ্ডন *
লাষ্ট অব দি মোহিক্যান্স *
যুদ্ধ জাহাজে জুজুরভয় *
শী
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানেই পাইবেন

মুক্তি-প্রতিক্ষায় !!
এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সের
মন্দির
কাহিনী : প্রণব রায়
পরিচালনা : ফণী বর্মা
আসিতেছে !! মুভি টেক্‌নিকের
প্রতিমা
পরিচালনা : খগেন রায়

মুক্তি-পথে !! বাসন্তী পিকচার্সের
সি, আই, ডি
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অমর দত্ত
ভূমিকায় শিপ্রা, রাধামোহন, নীলিমা
পরিবেশকঃ সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

রঙ্কোর এক শিশি 'ক্যাষ্টর অয়েল' ব্যবহারেই আপনার কেশপাশ অভিনব লালিত্য, চিকন-কৃষ্ণ কোমলতা ও রহস্যঘন গভীরতায় অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। চিত্তস্পন্দী সুরভিযুক্ত এই কেশ তৈল এই কারণেই নারীসমাজে আজ এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

রঙ্কোর

সুবাসিত

ক্যাষ্টর অয়েল

ভিটামিন 'এফ' সংযুক্ত

ফ্রাঙ্কর্স এণ্ড কোং লিঃ : : কলিকাতা

A.A.S.

ধীরেন্দ্র নাথ বোস কর্ত্তৃক সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত ৫, নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র